পুরো মাসের পত্রিকা

স্বপ্নপাঠ

www.swapnopaath.com

স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা

মার্চ, ২০১৪

- মার্চের অবিস্মরণীয় ২৫ দিন
- ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি
- ইউডা ইউনিভার্সিটি
- কওমি মাদরাসা
- স্বপ্ন জরিপ

‘স্বাধীনতা তুমি পিতার কোমল জায়নামাজের উদার জমিন’

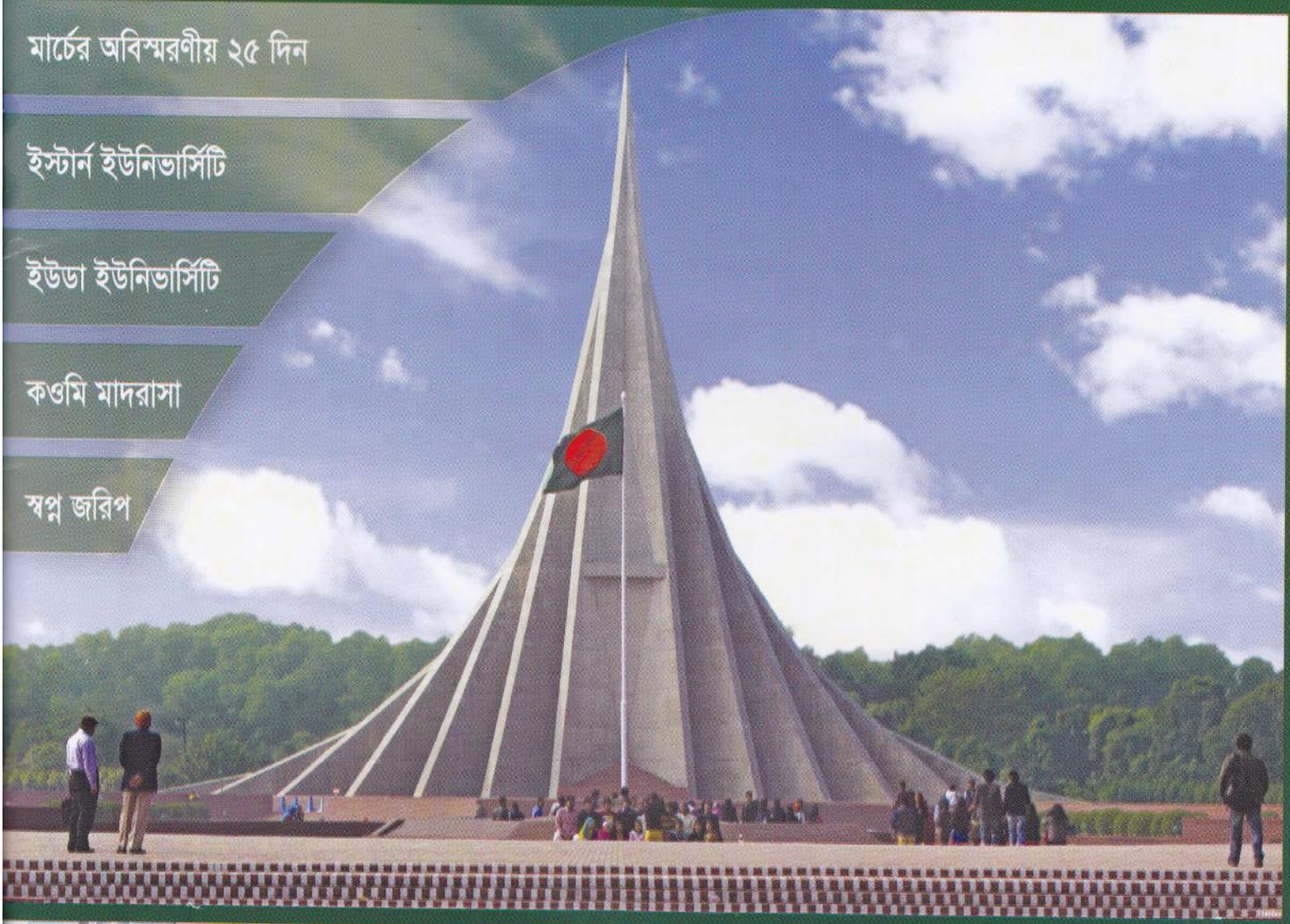

DWO
Dream's Way Education Solution

দেশের শিক্ষিত শ্রেণীকে যুগোপযোগী এবং দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরিত করাই ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য

শিক্ষা মানুষের মৌলিক চাহিদার চতুর্থ স্তর হলেও আধুনিক প্রযুক্তিঘনিষ্ঠ পৃথিবীতে শিক্ষা অনিবার্য ও অনস্বীকার্য। খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের সুসমন্বয় শিক্ষা ব্যাতিরেকে সম্ভব নয় বিধায় একে মৌল মৌলিক চাহিদা হিসেবে আখ্যায়িত করেন বিশ্লেষণ বিজ্ঞানীরা। একবিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রের সবচেয়ে স্পর্শকাতর ও গুরুত্বময় অধ্যায়ের নাম শিক্ষা। বাংলাদেশের রাজনৈতিক বয়স ৪৩ বছর হলেও ভৌগলিক ও স্থানিক বয়সে রয়েছে হাজার বছরের পরিক্রমা। ধর্মীয় উপাসনালয় থেকে আজকের সার্বজনীন শিক্ষার আদলে উপনীত হতে আমাদের অতিক্রম করতে হয়েছে হাজার সংকট ও প্রতিবন্ধকতা। স্বাধীনতার পর থেকে চলমান স্বপ্নময় অভিযাত্রায় শামিল হতে বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে অল্প যে ক'টি যুগান্তকারী অধ্যায় রচিত হয়েছে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ (১৯৯৮ সালে সংশোধিত) এর অধীনে ২০০৩ সালে ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয় যা ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি ফাউন্ডেশন দ্বারা পরিচালিত। ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি ফাউন্ডেশন একটি অলাভজনক এবং রাজনীতিমুক্ত সংস্থা যা দেশের স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ, প্রকৌশলী, শিল্পপতি এবং অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ দ্বারা পরিচালিত।

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্য সামনে রেখে দেশে পেশাভিত্তিক শিক্ষিত জনবল তৈরির লক্ষ্যে স্থাপিত হয় ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি। বিশ্বায়নের প্রতিযোগিতার বাজারে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশের শিক্ষিত শ্রেণীকে যুগপযোগী এবং দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরিত করাই এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ৪ টি অনুষদের অধীনে ৬ টি বিভাগে নিম্নলিখিত ১১ টি প্রোগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে

অনুষদ	প্রোগ্রাম
ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ	১। বিবিএ ২। এমবিএ (রেগুলার) ৩। এমবিএ (এক্সিকিউটিভ)
প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদ	১। বিএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) ২। বিএসসি ইন ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) ৩। বিএসসি ইন ইলেকট্রনিক এন্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (ইটিই)
আইন অনুষদ	১। এলএলবি (অনার্স) ২। এলএলএম
কলা অনুষদ	১। বিএ অনার্স ইন ইংলিশ ২। এমএ ইন ইংলিশ (ইএলএল) ৩। এমএ ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং (ইএলটি)

উল্লেখিত প্রোগ্রাম ছাড়াও নিম্নোক্ত প্রোগ্রামসমূহ ইউজিসির অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে

১. বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং
২. বিএসসি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং
৩. ব্যাচেলর অব আর্কিটেকচার
৪. বিএসসি ইন ফার্মেসী
৫. গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন এনভায়রনমেন্ট এন্ড ক্লাইমেটচেঞ্জ

ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি উত্তর আমেরিকান পদ্ধতিতে ব্যবসায় প্রশাসন এবং প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদ এর শিক্ষাক্রম পরিচালিত করে এবং আইন ও ইংরেজী বিভাগ পরিচালিত হয় ইউকে'র শিক্ষা ধারার আলোকে। একটি শিক্ষা বছরকে তিনটি সেমিষ্টারে (স্প্রিং, সামার, ফল) বিভক্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং শিক্ষাক্রম আন্তর্জাতিক মান অক্ষুন্ন রেখে প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা হয়।

ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে নিয়মিত ক্লাস এর পাশাপাশি প্রতিনিয়ত টিউটোরিয়াল ক্লাস এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যাবতীয় সমস্যা সমাধান করা হয়।

ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির পরিচালনা পর্ষদ

- বোর্ড অব ট্রাস্টি
- সিন্ডিকেট
- একাডেমিক কাউন্সিল
- কারিকুলাম কমিটি
- ফাইন্যান্স কমিটি
- টিচার সিলেকশন কমিটি
- ডিসিপ্লিনারি কমিটি
- অফিসিয়াল সিলেকশন কমিটি

বর্তমান ও স্থায়ী ক্যাম্পাস

বর্তমানে ছয়টি সুবিশাল ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চলছে যা ধানমন্ডির প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত যেখানে ঢাকা শহরের যে কোন স্থান থেকে খুব সহজে যাতায়াত করা যায়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ এর আলোকে স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের লক্ষ্যে সম্প্রতি ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি উত্তরায় ৩ বিঘা জমি এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আশুলিয়ায় ২০ বিঘা জমি ক্রয় করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে উত্তরায় স্থায়ী ক্যাম্পাসের অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প সম্পন্ন করে নিজস্ব ক্যাম্পাসে একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক লিংকেজ

শিক্ষা কার্যক্রম বিনিময়ের নিমিত্তে ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি বিশ্বের বিভিন্ন বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ক্রেডিট ট্রান্সফার ছাড়াও শিক্ষক বিনিময় এবং যৌথভাবে গবেষণাধর্মী কার্যক্রম পরিচালনা করার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ

- ফ্রাংকলিন ইউনিভার্সিটি, ওহিও, ইউএসএ
- এআইএস, সেন্ট হেলেন, অকল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড
- লন্ডন প্রিমিয়ার কলেজ, ইউকে
- এআইটি, ব্যাংকক, থাইল্যান্ড
- গ্লোবাল ট্যালেন্ট ট্র্যাক, ইন্ডিয়া
- ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া পারলিস

কো-কারিকুলার কার্যক্রম

বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ৯টি ক্লাব, দুটি ফোরাম ও ১টি এসোসিয়েশন রয়েছে।

এগুলো হচ্ছে–

- ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ ক্লাব
- ডিবেটিং ক্লাব
- কম্পিউটার ক্লাব
- সেমিনার/কনফারেন্স ক্লাব
- স্পোর্টস ক্লাব
- সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ক্লাব
- সোস্যাল বিজনেস ক্লাব
- ইন্টারপ্রেণারশিপ ক্লাব
- বিজনেস ফোরাম
- ড্রামা এন্ড থিয়েটার ফোরাম
- ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি এল্যুমনাই এসোসিয়েশন

উল্লেখিত ক্লাবসমূহের অধীনে শিক্ষার্থীগণ প্রোগ্রামিং, খেলাধুলা, বিতর্ক, আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড চালানোর পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করছে।

বৃত্তি সমূহ

নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবারের সন্তানদের মানসম্মত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি একদিকে যেমন অপেক্ষাকৃত কম টিউশন ফি নিয়ে থাকে অন্য দিকে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ প্রদানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে অনেক ধরণের বৃত্তি সুবিধা। মেধাবী দরিদ্র শিক্ষার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য বিনাবেতনে পড়ালেখার ব্যবস্থা ছাড়াও এখানে আর্থিকভাবে অসচ্ছল ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে শিক্ষাঋণের ব্যবস্থা। এই শিক্ষাঋণ ছাত্রছাত্রীরা পেয়ে থাকেন কোনরকম শর্ত ছাড়াই। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বহু শিক্ষার্থী এই শিক্ষাঋণের সুবিধা গ্রহণ করে এখন কর্মজীবনে প্রবেশ করেছেন।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদের রয়েছে বেশ কিছু সাফল্য। এই অনুষদের ছাত্র-ছাত্রীরা দেশের বিভিন্ন মেধাভিত্তিক প্রতিযোগিতায় তাদের উৎকর্ষতার প্রমান রেখে চলেছে। একাধিক বার আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির প্রশংসনীয় এবং গৌরবমন্ডিত সাফল্য দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রযুক্তিবিদদের নজর কেড়েছে। যেমন ঃ International Collegiate Programming Contest, "ডেফোডিল ন্যাশনাল কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা, আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইসলামিক প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় ইত্যাদি। ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে সুদক্ষ প্রকৌশলীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। গণিত ও পদার্থবিদ্যায় পারদর্শিতা দক্ষ প্রকৌশলী হওয়ার অন্যতম মূল বুনিয়াদ। আর সেজন্য প্রয়োজন গণিত ওপদার্থবিদ্যার প্রতি

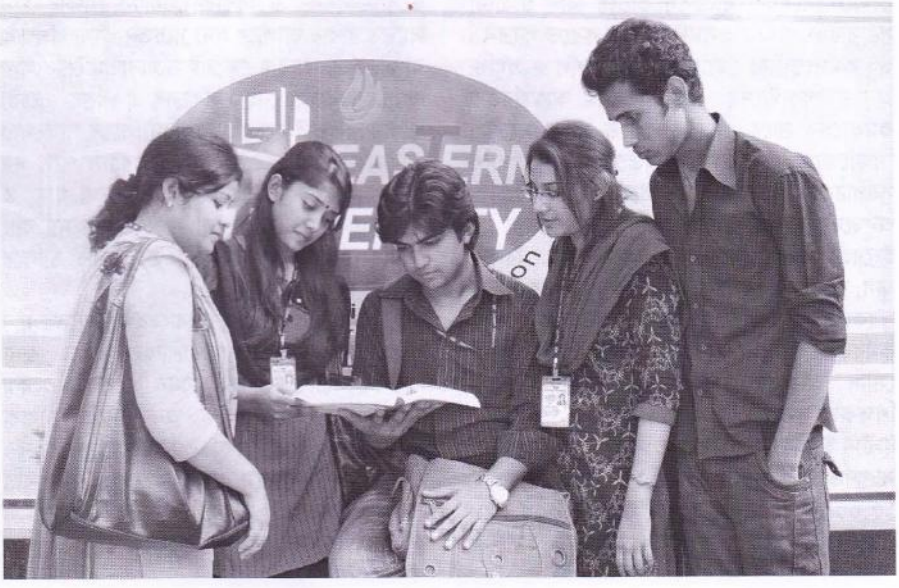

ভালোবাসা। মেধাবী শিক্ষার্থীদের গণিত ও পদার্থবিদ্যা চর্চায় আগ্রহী করে তুলতে ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদ বিভিন্ন সময় আয়োজন করে গণিত উৎসব, পদার্থবিদ্যা উৎসব ও আইসিটি কার্নিভাল।

ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদ শিক্ষার্থীদের মান উন্নয়ন ও মেধা বিকাশে বিবিধ কার্যক্রম পালন করে থাকে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠ্যক্রম কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ, বিভিন্ন সেমিনার, কর্মশালা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিট এবং শিক্ষামূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ এবং আয়োজন ইত্যাদি। অনুষদে প্রায়শঃই গবেষনা ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে নতুন কর্মসংস্থানের উপরে সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়ে থাকে যেখানে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ তাঁদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সরাসরি শিক্ষার্থীদের সাথে বিনিময় করতে পারেন। শুধু কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেই নয় প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদ শিকার্থীদের গবেষনাক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক কর্মকান্ডের সাথে পরিচিত করতে সর্বদা সচেষ্ট। শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি সহপাঠ্যক্রম কার্যাবলীতে প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদের অংশগ্রহণ এবং অর্জনও উলেখযোগ্য।

ইংরেজী বিভাগ থেকে ডিগ্রী অর্জনকারীরা বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সম্মানজনক পেশায় কর্মরত। শুধু দেশে নয় এই বিভাগের শিক্ষার্থী সৌদি আরবের কিং ফাহাদ বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষকতা করছেন।

ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির রয়েছে সুবিশাল লাইব্রেরি যা সম্পূর্ণভাবে ডিজিটালাইজ। বই রয়েছে প্রায় ১৫,০০০ এবং জার্নাল রয়েছে প্রায় ২৫,০০০।

প্রাচ্যের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং উন্নতমানের শিক্ষা পদ্ধতির অপূর্ব সমন্বয় করে বিশ্বমানের উচ্চশিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা পূরণই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিষ্ঠ লক্ষ্য। তাই ব্যবসা প্রশাসন অনুষদের ক্ষেত্রে উত্তর আমেরিকা, যুক্তরাজ্য এবং পশ্চিম ইউরোপে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার আদলে এবং ইংরেজি ও আইন শিক্ষার ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এখানে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে।

নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত কিছু বিষয়ও এখানে পড়ানো হয়। দৈনন্দিন জীবনে অত্যাবশ্যকীয় এসব অতিরিক্ত বিষয় সংযোজনের মাধ্যমে দেশি এবং বিদেশি চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতায় যাতে ছাত্রছাত্রীরা সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয় তেমনভাবে ছাত্রছাত্রীদের গড়ে তোলার ব্যাপারে সকলে যত্নশীল। সকল উদ্যোক্তাবৃন্দও এ বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার মান সমুন্নত রাখার ব্যাপারে সদা সচেতন। ফলে শিক্ষক বা ছাত্রছাত্রী কারোর ক্ষেত্রেই সামান্যতম শৈথিল্যের এখানে অবকাশ নেই। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতাই হচ্ছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্যের চাবিকাঠি। শুধু প্রতিষ্ঠানটির প্রসপেক্টাস পড়ে নয় নিরপেক্ষভাবে খোঁজ খবর নিয়েও দেখা যায়, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তারা লাভের জন্য নয় বরং সেবার একটি ব্রত হিসাবেই প্রতিষ্ঠানটি চালিয়ে যাচ্ছেন।

নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবারের সন্তানদের মান সম্মত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়টি একদিকে যেমন অপেক্ষাকৃত কম টিউশন ফি নিয়ে থাকে অন্য দিকে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ তৈরির জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে অনেক ধরনের বৃত্তি সুবিধা। অত্যন্ত মেধাবীদের জন্য সম্পূর্ণ ও আংশিক কোর্স ফি মওকুফের ব্যবস্থা এবং আর্থিকভাবে অসচ্ছল ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে শিক্ষাঋণের ব্যবস্থা। এই শিক্ষাঋণ ছাত্রছাত্রীরা পেয়ে থাকেন কোন রকম শর্ত ছাড়াই। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে বহু শিক্ষার্থী এই শিক্ষাঋণের সুবিধা গ্রহণ করে এখন কর্ম জীবনে প্রবেশ করছে। এই শিক্ষাঋণ পাওয়া শিক্ষার্থীদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কোন রকম নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়না বলে শিক্ষার্থীরা নিশ্চিন্তে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবন সাফল্যের সাথে পার করে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়টির এই মহতি উদ্যোগের ফলে বহু শিক্ষার্থী এই ঋণ নিয়ে এখন তাদের শিক্ষা জীবন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি একটি জনপ্রিয় নাম যেখানে শিক্ষার সাথে শিক্ষা ঋণ ও পাওয়া যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় তাদের মেধার স্বাক্ষর রাখছে। বার কাউন্সিল পরীক্ষায় আইন অনুষদের গ্রাজুয়েটগণ অনন্য নজির স্থাপন করেছে। ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রথম ব্যাচের সকলেই সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। সম্প্রতি সম্পন্ন হওয়া দেশের দ্বিতীয় জুডিশিয়াল সার্ভিস নিয়োগ পরীক্ষায়ও এই অনুষদের গ্রাজুয়েটগণ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। ৪ জন লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেছে এবং তাদের মধ্যে ৪ জনই কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাদের মধ্যে আব্দুলাহ আল মাসুম ১৬তম ও নাজমুস্ সাদাত ২৫তম স্থান অর্জন করেছে।

পরবর্তীতে সহকারী জেলা জজ হিসেবে নতুন নিয়োগ প্রাপ্তদের প্রশিক্ষণে আমাদের দুই জন গ্রাজুয়েটগণ যুগ্মভাবে প্রথম স্থান অর্জন করেন।

ব্যাবসায় প্রশাসন অনুষদের বিবিএ ও এমবিএ ডিগ্রী

অর্জনকারী বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় তাদের মেধার স্বাক্ষর রাখছে। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল এর এডভোকেটশীপ পরীক্ষায় আইন অনুষদের গ্রাজুয়েটগণ প্রায় শতভাগ সাফল্যের অনন্য নজির স্থাপন করেছে। সম্প্রতি সম্পন্ন হওয়া জুডিশিয়াল সার্ভিস নিয়োগ পরীক্ষায়ও এই অনুষদের গ্রাজুয়েটগণ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বার কাউন্সিল পরীক্ষায় ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির পাসের হার সর্বাধিক যার কারণ মূল কোর্সের পাশাপাশি এখানে ব্যবহারিক বিষয়ের উপর সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির আইন অনুষদ "লিগ্যাল ড্রাফটিং এর উপর তিনটি"এবং "এ্যাডভোকেসি ট্রেনিং" এর উপর দুইটি কোর্স পরিচালনা করে যা পরিচালিত হয় দেশের সুপ্রতিষ্ঠিত আইনজীবীদের দ্বারা। একজন শিক্ষার্থী হিসেবে আইন বিষয়ে ডিগ্রি অর্জনের পর আদালতে শিক্ষানবিশ হিসেবে ৬ মাসে যে প্রশিক্ষণ লাভ করবে তা এই কোসগুলোর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষার্থীদের সেই ভিত্তি তৈরি হয়, ফলে আদালত চত্বরে তাদের জ্ঞান অর্জন আরো সহজ হয়ে উঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কোর্ট রুম এ প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আদালতের কার্যক্রম সম্বন্ধে বিস্তারিত জ্ঞান প্রদান করা হয়।

আইন অনুষদে নিয়মিত সাম্প্রতিক বিষয়ের উপরে সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা হয় যেখানে ছাত্রছাত্রীরা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে। বিভিন্ন সময়ে সেমিনারে অংশগ্রহণকারী অতিথিদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার ম্যাককোয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিষয়ের অধ্যাপক এম. রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তণ বিচারপতি জনাব কাজী এবাদুল হক, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল এর প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ব্যারিষ্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদ, বিচারপতি (অবসরপ্রাপ্ত) আমিরুল হক ও প্রাক্তন মুখ্য মহানগর হাকিম জালাল আহমেদ অন্যতম। এছাড়াও অতি সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রফেসর কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) ড্যানিয়েল ই. কারফেস, ন্যাশনাল ডিফেন্স ইউনিভার্সিটি -নিয়ার ইস্ট সাউথ এশিয়া সেন্টার ফর স্ট্র্যাটিজিক স্টাডিজ, এক গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারে পূর্ব এশিয়া তথা এই উপমহাদেশে এ নিরাপত্তা বিষয়ক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। শিক্ষার্থীরা যাতে বইয়ের পাশাপাশি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে সেজন্য তাদেরকে নিয়মিত কোর্ট ও থানা পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হয়।

লেখাপড়ার পাশাপাশি আইন অনুষদের ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেও দেশে-বিদেশে বিভিন্ন মুটকোর্ট প্রতিযোগিতায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত মুট কোর্ট প্রতিযোগিতায় তারা নিয়মিত সাফল্যেও সঙ্গে অংশগ্রহণ করছে।উলেখ্য, ২০১১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদ আয়োজিত হেবি ডুনান্ট মেমোরিয়াল মুটকোর্ট প্রতিযোগিতায় ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির আইন অনুষদ বেষ্ট মেমোরিয়াল পদক লাভ করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদের রয়েছে বেশ কিছু সাফল্য। এই অনুষদের ছাত্রছাত্রীরা দেশের বিভিন্ন মেধাভিত্তিক প্রতিযোগিতায় তাদের উৎকর্ষতার প্রমান রেখে চলেছে। একাধিক বার আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির প্রশংসনীয় এবং গৌরবমন্ডিত সাফল্য দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রযুক্তিবিদদের নজর কেড়েছে। ৫-৬ নভেম্বর ২০১০-এ নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত International Collegiate Programming Contest -এ ইস্টান ইউনিভার্সিটির প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদের দল "বেজার" বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১ম এবং বাংলাদেশের সরকারি এবং বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৪র্থ স্থান অধিকার করে। সম্প্রতি "ডেফোডিল ন্যাশনাল কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা-২০১০"-এ ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদের দল "বেজার" বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২য় এবং বাংলাদেশের সরকারি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৫ম স্থান অধিকার করে। প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহনকারী সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, শাহাজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি এবং বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ইস্টার্ন, নর্থসাউথ, ডেফোডিল, ইউনাইটেড, এআইইউবি, ব্রাক, স্টেট, ইউল্যাব, আইআইইউসি বিশ্ববিদ্যালয়। উলেক্ষ্য যে, ২০০৯ সালে আহসানউলাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইসলামিক প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত দুটি আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদে ছাত্ররা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১ম স্থান অধিকার করে। ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির প্রশংসনীয় এবং গৌরবমন্ডিত এই

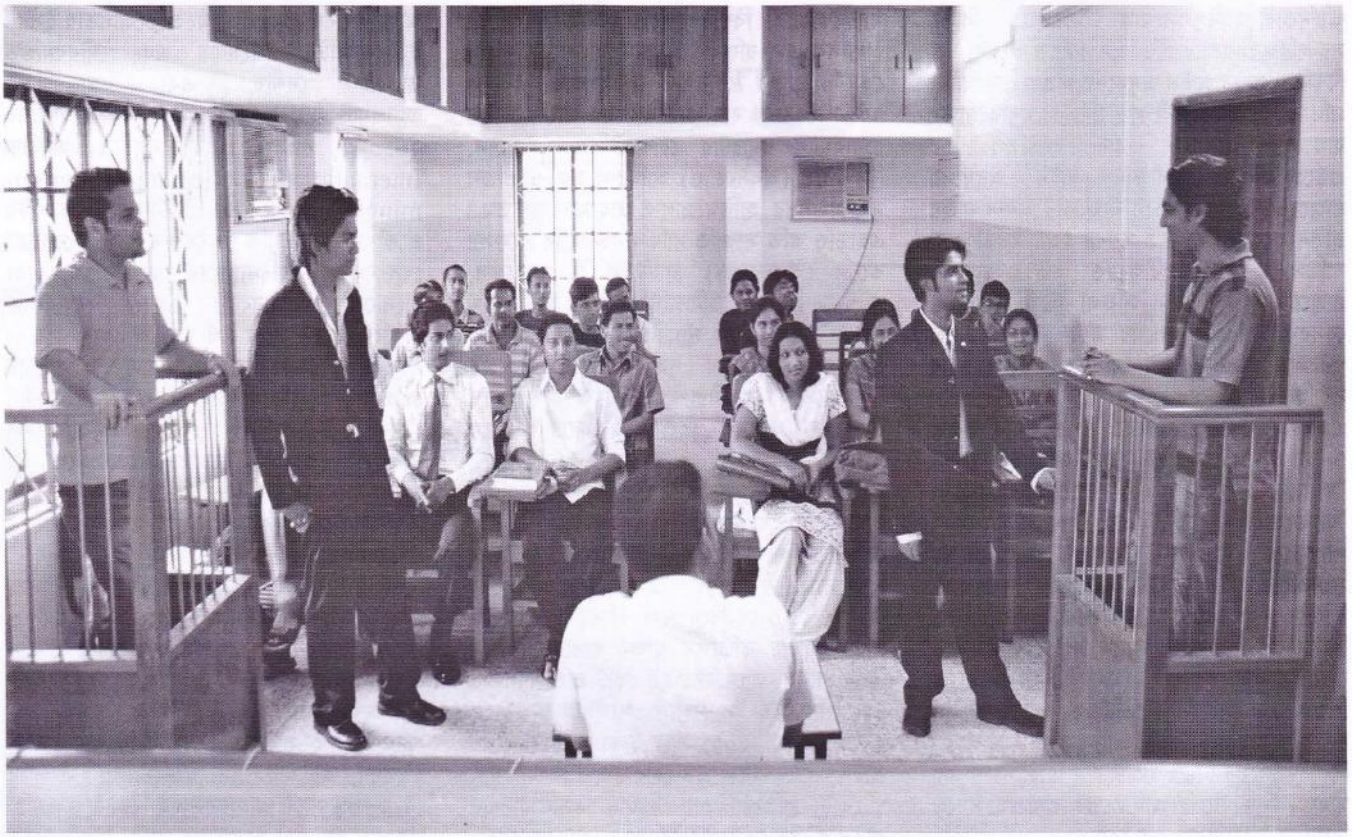

সাফল্য দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রযুক্তিবিদদের নজর কেড়েছে।

আমাদের দেশের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেনীর পরিবারের সন্তানদের মান সম্মত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়টি একদিকে যেমন অপেক্ষাকৃত কম টিউশন ফি নিয়ে থাকে অন্য দিকে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ তৈরীর জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে অনেক ধরনের বৃত্তি সুবিধা। অত্যন্ত মেধাবীদের জন্য সম্পূর্ণ ও আংশিক কোর্স ফি মওকুফের ব্যবস্থা এবং আর্থিকভাবে অসচ্ছল ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে শিক্ষাঋণের ব্যবস্থা । এই শিক্ষাঋণ ছাত্রছাত্রীরা পেয়ে থাকেন কোন রকম শর্ত ছাড়াই। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে বহু শিক্ষার্থী এই শিক্ষা ঋনের সুবিধা গ্রহণ করে এখন কর্ম জীবনে প্রবেশ করছে। এই শিক্ষ ঋণ পাওয়া শিক্ষার্থীদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কোন রকম নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়না বলে শিক্ষার্থীরা নিশ্চিন্তে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবন সাফল্যের সাথে পার করে যাচ্ছে। ২০০৩ সাল থেকে এই পর্যন্ত ২ কোটি টাকা শিক্ষা ঋন প্রদান করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টির এই মহতি উদ্যোগের ফলে বহু শিক্ষার্থী এই ঋণ নিয়ে এখন তাদের শিক্ষা জীবন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি একটি জনপ্রিয় নাম যেখানে শিক্ষার সাথে শিক্ষা ঋণ ও পাওয়া যায়।

শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষদের সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলীও স্বীয় গবেষণা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অর্জন করে চলেছেন। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদে স্থায়ী পদে কর্মরত এগারজন শিক্ষক বিদেশে উচ্চশিক্ষার্থে অবস্থান করছেন।

প্রতিষ্ঠানটির আরো উল্লেখযোগ্য ভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর উপাচার্য এবং বোর্ড অফ গভর্নর্স-এ যারা আছেন তাঁরা সকলেই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিক্ষানুরাগী এবং সমাজ দরদী ব্যক্তিত্ব। যারা সমাজ সংস্কারের মানসেই-মূলতঃ এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। এর বোর্ড অফ গভর্নর্স এর চেয়ারম্যান হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. এ. বি এম. শহিদুল ইসলাম এবং ভাইস চ্যান্সেলরের দায়িত্বে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের (আইবিএ) প্রফেসর ড. এ.কে.এম. সাইফুল মজিদ।

ভর্তি সেশন

স্প্রিং, সামার ও ফল এই তিনটি সেশনে ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়া যায়।

প্রাচ্যের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং উন্নতমানের শিক্ষা পদ্ধতির অপূর্ব সমন্বয় করে বিশ্বমানের উচ্চ শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা পূরণই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অভীষ্ঠ লক্ষ্য। তাই ব্যবসা প্রশাসন অনুষদের ক্ষেত্রে উত্তর আমেরিকা, যুক্তরাজ্য এবং পশ্চিম ইউরোপে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার আদলে এবং ইংরেজী ও আইন শিক্ষার ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এখানে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। প্রায় সকল ক্ষেত্রে বিশেষ করে মাষ্টার্স প্রোগ্রামে শুধু পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী ধারীরাই এখানে শিক্ষকতার সুযোগ পান। নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত কিছু বিষয়ও এখানে পড়ানো হয়। দৈনন্দিন জীবনে অত্যাবশ্যকীয় এসব অতিরিক্ত বিষয় সংযোজনের মাধ্যমে দেশী এবং বিদেশী চাকুরীর বাজারে প্রতিযোগিতায় যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা সাফল্যের সাথে উত্তীর্ন হতে সক্ষম হয় তেমনভাবে ছাত্রছাত্রীদের গড়ে তোলার ব্যাপারে সকলে যত্নশীল। সকল উদ্যোক্তাবৃন্দও এ বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার মান সমুন্নত রাখার ব্যাপারে সদা সচেতন। ফলে শিক্ষক বা ছাত্রছাত্রী কারোর ক্ষেত্রেই সামান্যতম শৈথিল্যের এখানে অবকাশ নেই। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতাই হচ্ছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্যের চাবিকাঠি। শুধু প্রতিষ্ঠানটির প্রসপেক্টাস পড়ে নয় নিরপেক্ষভাবে খোঁজ খবর নিয়েও দেখা যায়, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তারা লাভের জন্য নয় বরং সেবার একটি ব্রত হিসাবেই প্রতিষ্ঠানটি চালিয়ে যাচ্ছেন। মধ্য ও নিম্মধ্যবিত্ত পরিবারের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ তৈরীর জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে অনেক ধরনের বৃত্তি সুবিধা। অত্যন্ত মেধাবীদের জন্য সম্পূর্ণ ও আংশিক কোর্স ফি মওকুফের ব্যবস্থা এবং আর্থিকভাবে অসচ্ছল ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে শিক্ষাঋণের ব্যবস্থা। লেখা-পড়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের নিজস্ব ইন্টারনেট সুবিধা সম্বলিত লাইব্রেরী ব্যবহার উৎসাহিত করে, যাতে তারা আন্তর্জাতিক জব মার্কেট তথা বিভিন্ন উন্নত বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে জানতে পারে এবং সেভাবেই আগামী দিনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে পারে। প্রতিষ্ঠানটি শুরু থেকেই প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে সার্বিক সুযোগ-সুবিধা যেমন– প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফুলটাইম, পার্টটাইম দক্ষ শিক্ষক, আধুনিক ল্যাব, লাইব্রেরী ও উন্নত লেকচাররুম সহ আধুনিক শিক্ষানুকূল পরিবেশ এবং ক্রমশ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে একটি পূর্নাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বলতে যা বুঝায় সেভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানা

প্রধান ক্যাম্পাস
বাড়ি নং : ১৫/২
রোড নং : ০৩, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৯৬৭৬০৩১-৫, এক্সটেনশন : ১০১, ১০২
ফ্যাক্স : ৯৬৭৫৯৮১
মোবাইল : ০১৭৪১-৩০০০০২, ০১৮২৩-৬৬০৮৩৩

ড. নজরুল ইসলাম, প্রফেসর ও ডীন, ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন, ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি। বাংলাদেশের বিজনেস স্কুলগুলোর অন্যতম সেরা শিক্ষক হিসেবে ইতোমধ্যেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাণিজ্য শিক্ষার প্রসারে তার অবদান অনস্বীকার্য। ড্রিমডেস্কের সাথে একান্ত আলাপচারিতায় জানালেন তার স্বপ্নের কথা–

স্বপ্নপাঠ : ছাত্রজীবনের স্বপ্নের সাথে শিক্ষকতা জীবনের স্বপ্নের মাঝে ফারাক কতোটুকু?

– অনেক ফারাক, আগে যখন ছাত্র ছিলাম তখন স্বপ্ন দেখতাম না বুঝে। এখন যেটা দেখি সেটা ১০০ ভাগ স্বপ্ন নয়। তার অনেকটাই আগেই বুঝি। বয়সের সাথে স্বপ্নের মধ্যে যৌক্তিকতা সঞ্চারিত হয়।

স্বপ্নপাঠ : ছোটবেলায় কি শিক্ষক হবার স্বপ্ন দেখতেন?

– হ্যাঁ, ছোটবেলায় আমি শিক্ষক হবার স্বপ্ন দেখতাম। নবম শ্রেণীতে পড়ার সময়ই বাণিজ্য বিভাগকে বেছে নেই। ব্যবসা শিক্ষার দিকেই ছিলো আমার ঝোঁক। পরবর্তীতে নিজেই নির্ধারণ করি আমি বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের একজন শিক্ষক হবো এবং তাই হয়েছি।

স্বপ্নপাঠ : সারাদেশে বাণিজ্য শিক্ষায় যথেষ্ট কদর। কিন্তু উদ্যোক্তা তৈরির হার আশানুরূপ নয় কেন?

– বাংলাদেশে এন্টারপ্রেনারশীপ নিয়ে আমার একটা বই আছে, ইউপিএল মুদ্রিত বইটির নাম Entrepreneurship Development An Operational Approach। এখানে এন্টারপ্রেনারশীপ এনকারেজ করা হয় না। আমাদের অ্যাপ্রোচটাই চাকরির দিকে ঝুঁকে পড়ে। তবে চাকরির বাজার সংকোচিত হয়ে আসায় এখন এদিকে যাবারও একটা প্রবণতা সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এটা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

স্বপ্নপাঠ : নতুন উদ্যোক্তারা প্রোডাক্ট ছেড়ে সার্ভিসকে বেছে নিচ্ছেন কেন?

– একটা সময় ৭৫ ভাগ ছিলো প্রডাক্ট এন্টারপ্রেনার আর ২৫ ভাগ হতো সার্ভিস। আধুনিককার বিশ্বায়ন একে উল্টিয়ে দিয়েছে। প্রোডাক্ট ইন্ডাস্ট্রি প্রযুক্তির কারণে সাধারণ উদ্যোক্তার নাগালের বাইরে চলে গেছে। আর সার্ভিসটা চ্যালেঞ্জ। উদ্যোক্তারা উপায়ন্তর না দেখে সার্ভিস সেক্টরে থিতু হতে চাইলো।

স্বপ্নপাঠ : বর্তমান বাণিজ্য শিক্ষার সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক কতটুকু।

– প্রোডাক্ট ইন্ডাস্ট্রি বিজ্ঞান ও বাণিজ্য দুটো দিকের সমন্বয়ে সৃষ্ট ও পরিচালিত হয়। আমাদের এখানে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চেষ্টা করছে বিষয়টিকে সমন্বয় করে পাঠক্রম ও ব্যবহারিক উপযোগিতা নিয়ে কাজ করার। কিন্তু সেটা খুবই স্বল্প পরিসরে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা না হলে এটির গতি খুব একটা কাজে দেবে বলে আমার মনে হয় না।

স্বপ্নপাঠ : পৃষ্ঠপোষকতা বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন?

– পৃষ্ঠপোষকতা বলতে আমি বোঝাতে চাই সরকার গবেষণার জন্যে অনুদান দেবে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করতে সহায়তা করবে। যেটা উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো করে থাকে। মালয়েশিয়া বিনাসুদে দেশীয় উদ্যোক্তাদের ঋণ দেয়। আরো সুযোগ-সুবিধা দেয়। আমাদেরও বিষয়গুলো ভেবে দেখতে হবে।

স্বপ্নপাঠ : আপনার বিজনেস ফ্যাকাল্টিতে রিসার্চ করার সুযোগ আছে কি?

– এটা বাংলাদেশের একটি বৃহৎ বিজনেস স্কুল। সাতচল্লিশ জন শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই রিসার্চের সাথে যুক্ত। এই প্রক্রিয়ায় আমরা প্রবেশ করতে পারবো অচিরেই। প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা ও রাষ্ট্রের সহায়তা পেলে আমরা একটি পর্যায়ে দাঁড়াতে পারবো বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

স্বপ্নপাঠ : বাণিজ্য শিখতে আসা ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আপনার পরামর্শ–

– বাণিজ্য পড়ার জন্যে দু'রকমের শিক্ষার্থী আসবে। প্রথমত, বাণিজ্য শিখে তা প্রয়োগ করবার জন্যে; আরেক শ্রেণী আসে চাকরির জন্যে। তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলোকে ঝালাই করার জন্য আন্তর্জাতিক মানের কারিকুলাম, নিয়মিত প্রয়োগিক দিকগুলো বহাল আছে কিনা তা নিশ্চিত হয়ে পড়তে রাজি হতে হবে।

স্বপ্নপাঠ : আপনাকে ধন্যবাদ!

– আপনাকেও!

সাক্ষাৎকার : মোহাম্মদ মাসুম